যীশুর বংশাবলির তাৎপর্য

(Significance of Genealogy of Jesus)

লূক লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ২৩-৩৮ পদ

গত সপ্তাহে যোহন বাপ্তাইজকের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে শিখতে গিয়ে আমরা তাঁর দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্মকে দেখেছিলাম। আর যীশু যখন তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন পবিত্র আত্মা যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন এবং স্বর্গ থেকে পিতা ঈশ্বরের দ্বারা এই কথা উক্ত হয়েছিল, *"তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত"* (লূক ৩:২১-২২)। পিতা ঈশ্বরের এই কথার অর্থ, **যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র**। এই যীশুর বিষয়ই লূক থিয়ফিলের জন্য আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে (১:১-৪)। এখন, সেই যীশুকে "**ঈশ্বরের পুত্র**" বলা হয়েছে। স্বয়ং পিতা ঈশ্বর যেমন যীশুকে এই নামে সম্মোধন করেছেন, ৪:১-১৩ পদে দিয়াবলও তাঁর পরীক্ষা করতে এসে এমন কথা বলেছে, *"তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও"* (৪:৩, ৯)। এখন, লূক যখন এইভাবে তার এই লেখনীর প্রধান চরিত্রকে "**ঈশ্বরের পুত্র**" হিসাবে তুলে ধরেছে, তখন সেই যীশু কোথা থেকে এসেছেন, তাঁর বংশ-পরিচয় কী, তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, যীশু এই পৃথিবীর মাটিতে একজন ইহুদি হয়ে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন, এবং ইহুদিদের কাছে বংশবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গীত ২:৭ পদে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন, *"তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি,"* পৌল তার প্রচারে এই কথাকে যীশুর প্রতি প্রয়োগ করে বলেছে, *"ঈশ্বর যীশুকে উঠিয়ে আমাদের সন্তানদের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতে লেখা আছে, 'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি'"* (প্রেরিত ১৩:৩৩)। ইব্রীয় পত্রের লেখক গীত ২:৭ এবং ২শমূয়েল ৭:১৪ পদের কথাকে একাধারে যীশুর প্রতি প্রয়োগ করে বলেছে, *"ঈশ্বর ঐ দূতদের মধ্যে কাকে কোন্ সময় বলেছেন, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি,' আবার 'আমি তাঁহার পিতা হব, ও সে আমার পুত্র হবে'?"* (ইব্রীয় ১:৫)। এখন, পৌল বা ইব্রীয় পত্রের লেখকের ন্যায় লূকও এখানে যীশুকে একই নামে (ঈশ্বরের পুত্র) অভিহিত করেছে। কিন্তু এই নাম কোনও সাধারণ নাম নয়, তাই লূক যীশুর যে বংশ পরিচয় দিয়েছে, তাকে আদম পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে এবং আদমকে **ঈশ্বরের পুত্র** নামে অভিহিত করেছে (৩৮ পদ)।

আজ যখন আমরা লূকের লেখা যীশুর সেই বংশাবলি দেখতে চলেছি, তখন এর মাধ্যমে যীশুর বংশাবলির তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে চলেছি।

ক। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রজাদের জীবনে বংশাবলির গুরুত্ব: পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে আমরা একাধিক বংশাবলিকে দেখতে পাই (আদি ৪:১৭-২২ (কয়িন); ৫:১-৩২ (আদম); ১০:১-৩১ (নোহ); ১১:১০-২৬ (শেম); ১ম ও ২য় বংশাবলি; মথি ১:১-১৭, ইত্যাদি)। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে ইহুদিরা যীশুর জন্মের পূর্বের কয়েক শতাব্দি ধরে ও যীশুর জন্মের পরে প্রথম শতাব্দি পর্যন্ত প্রায় নিখুঁতভাবে তাদের বংশ-পরিচয়ের নথি সংরক্ষণ করেছিল। বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে এসেও তারা তাদের বংশাবলি-পত্রের সংশোধন করেছে ও লিপিবদ্ধ করেছে; এই কাজ ইহুদি ঐতিহাসিক যোষেফুসের সময় পর্যন্ত চলেছে। এই সমস্ত বংশাবলি-পত্র থেকে আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তথা ইস্রায়েলের ১২ বংশের প্রজাদের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পেয়ে থাকি। বিভিন্ন কারণে ইস্রায়েলের জীবনে এই সমস্ত বংশাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(১) যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েল যখন কনান অধিকার করেছিল, তখন তাদের বংশ-পরিচয়কে ভিত্তি করে **ভূমি-বিভাগ** করা হয়েছিল, এ বিষয়ে ঈশ্বর পূর্বেই মোশির মাধ্যমে তাদের জানিয়েছিলেন (গণনা ২৬:৫৩-৫৫)।

(২) **সম্পত্তির অধিকার**ও (বাড়ী, শস্য, দাস-দাসী, ইত্যাদি) বংশ-পরিচয়কে ভিত্তি করে নির্ধারিত হত।

(৩) বংশ-পরিচয়কেই ভিত্তি করে **মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি**কে নির্দেশ করা হত। যখন কোনও দরিদ্র তার সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হত, তখন তার সবথেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নিকট-আত্মীয় সেই সম্পত্তি ক্রয় করতে পারত। সেই নিকট-আত্মীয়কে মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি বলা হত (রূৎ ৪:১-৬)।

(৪) **কর প্রদান** অথবা **জন-গণনার** ক্ষেত্রেও বংশ-পরিচয়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, আগস্ত কৈসরের আদেশে যে জনগণনা করা হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণ করতে যোষেফ ও মরিয়মকে গালীলের নাসরৎ থেকে যিহূদিয়ার দায়ূদ নগরের বৈৎলেহেমে যেতে হয়েছিল, কারণ যোষেফ দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠীজাত ছিলেন (লূক ২:১-৪)।

(৫) আবার, বংশ-পরিচয়কে ভিত্তি করেই কেউ **যাজকের দায়িত্ব** পালন করতে পারবে কি না, তা নির্ধারিত হত। ইষ্রার সময় যাদের নাম বংশাবলি-পত্রে পাওয়া যায়নি, অশুচি বলে তাদেরকে যাজকের পদ থেকে অপসৃত করা হয়েছিল (ইষ্রা ২:৫৯-৬২)।

(৬) ইস্রায়েলের জীবনে বংশাবলি-পত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেহেতু ঈশ্বর পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে, **প্রতিজ্ঞাত মশীহের** বংশাবলি-পত্রে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি অবশ্যই থাকবেন। তাই, মশীহ হতে হলে, তাঁকে সেই সমস্ত বিশেষ ব্যক্তির বংশধর হতে হবে। এটাই ছিল পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রজাদের মধ্যে বংশাবলি-পত্রের উপস্থিতির প্রধান বা চূড়ান্ত কারণ। এখন, যোষেফ ও মরিয়ম, উভয়েই দাউদের বংশধর হবার কারণে, তারা তাদের বংশাবলির নথি যত্ন সহকারে সংরক্ষিত করেছিল। সরকারি নথি ছাড়াও, বিভিন্ন ইহুদি পরিবারে তাদের পারিবারিক বংশ-পরিচয়ের তালিকা সংরক্ষিত হত এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমর্পণ করা হত।

খ। মথি ও লূকের সুসমাচারে উল্লেখিত বংশাবলির মধ্যে পার্থক্য: ৪টি সুসমাচারের মধ্যে কেবল মথি (১:১-১৭) ও লূকের (৩:২৩-৩৮) সুসমাচারে যীশুর বংশাবলিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই দুটি বংশাবলি-পত্রের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। এই সমস্ত পার্থক্যের পিছনে যে মূল কারণ বর্তমান, তা হল, এই দুই সুসমাচারে **দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য** পূর্ণ করতে যীশুর বংশাবলি-পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যীশুর জন্ম, জীবন ও পরিচর্যার কথা বলার আগে যীশুর বংশাবলি-পত্র দিয়ে মথি তাঁর সুসমাচার শুরু করেছে। কিন্তু লূক যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষার মধ্যে যীশুর বংশাবলি-পত্রকে স্থান দিয়েছে, যার দ্বারা যীশুই যে প্রতিজ্ঞাত মশীহ সেই দাবির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে।

আরও একটি পার্থক্য হল, মথির লেখা যীশুর বংশাবলি-পত্র **অব্রাহাম থেকে শুরু করে যীশু পর্যন্ত,** যার দ্বারা যীশুর ইহুদি পরম্পরাকে জোর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু লূকের লেখা যীশুর বংশাবলি **যীশু থেকে শুরু করে আদম,** তথা ঈশ্বর পর্যন্ত, যার দ্বারা যীশুকে সমস্ত জাতির মানুষের আশার পূর্ণতা (প্রেরিত ১৭:২৬) হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মথির লেখা যীশুর বংশাবলি-পত্রে অব্রাহাম থেকে যীশু পর্যন্ত মাত্র **৪২ জনের** নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে ১৪ জন করে ৩ দলে (অব্রাহাম-দায়ূদ, দায়ূদ-বাবিলে নির্বাসন, বাবিলে নির্বাসন থেকে যীশু) বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু লূকে লেখা যীশুর বংশাবলি পত্রে যীশু থেকে আদম পর্যন্ত **৭৭ জনের** নাম ৭ জন করে ১১ দলে বিভক্ত করা হয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, মথির লেখা বংশাবলি-পত্রে যখন কাউকে কারুর পিতা বলা হয়েছে, তখন তার অর্থ সর্বদা শারীরিক পিতা নয়, কিন্তু পূর্বপুরুষও হতে পারে; একইভাবে, লূকের লেখা বংশাবলি-পত্রে যখন কাউকে কারুর পুত্র বলা হয়েছে, তখন তার অর্থ সর্বদা সরাসরি পুত্র নয়, কিন্তু বংশধরও হতে পারে। তাই, এই সমস্ত বংশাবলি- পত্রকে ভিত্তি করে আমরা যেন কখনও পৃথিবীর বয়স বা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সময়কে নির্দেশ করার চেষ্টা না করি।

রোমীয়দের ন্যায়, ইহুদি বংশাবলি-পত্রেও **স্ত্রীলোকদের নাম** ঢোকানো হত না। তথাপি, মথির লেখা যীশুর বংশাবলি-পত্রে মরিয়মসহ ৫ জন স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দুই বংশাবলি-পত্র তুলনার মাধ্যমে যে বিষয়টি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট, তা হল, অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত ব্যক্তিদের নাম উভয় তালিকায় সমান (মথিতে কেবল অদমানকে বাদ দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু দায়ূদ থেকে যোষেফ পর্যন্ত দুটি তালিকায় যে সমস্ত নাম পাওয়া যায় তারা প্রায় প্রত্যেকেই আলাদা (কেবল সরুব্বাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকায়ই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাওয়া যায়)। এর কারণ কী? এর পিছনে সাধারণত দুটি কারণকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

(১) মথি যদিও যোষেফের পূর্বপুরুষদের তালিকা দিয়েছে, লূক কিন্তু মরিয়মের পূর্বপুরুষদের তালিকা দিয়েছে (লূক ৩:২৩ পদে যীশুকে যোষেফের পুত্র হিসাবে ধরা হয়েছে, আসলে যীশু যোষেফের পুত্র নন, তিনি মরিয়মের পুত্র; এখন ধরা যেতে পারে যে মরিয়মের কোনও ভাই ছিল না, ফলস্বরূপ যোষেফের সঙ্গে মরিয়মের বিয়ের পর মরিয়মের পিতা যোষেফকে দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, মরিয়মের পিতা যোষেফেরও পিতা বটে (ইস্রা ২:৬১; গণনা ৩২:৪১; ১বংশাবলি ২:২১-২২)। এই কারণে এলি প্রকৃত অর্থে মরিয়মের পিতা, কিন্তু তিনি যোষেফেরও পিতা, যেহেতু যোষেফকে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন)। কিন্তু এই যুক্তির বিপক্ষে লূক ১:২৭ অথবা ২:৪ পদে যখন স্পষ্ট ভাবে যোষেফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; তখন ৩:২৩ পদে মরিয়মের নাম পর্যন্তও উল্লেখ করা হয়নি, পরিবর্তে যোষেফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) মথি দায়ূদ থেকে যোষেফ পর্যন্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির নাম লিখেছে, যারা দায়ূদের আইন-সম্মত উত্তরাধিকারী ছিল, যার অর্থ দায়ূদের রাজত্ব যদি অব্যাহত থাকত, তাহলে যারা সেই সিংহাসনে বসবার ক্ষমতার অধিকারী ছিল (দায়ূদ থেকে শলোমন, ইত্যাদি, মথি ১:৬)। কিন্তু লূক যোষেফের প্রকৃত শারীরিক পূর্বপুরুষদের নামের তালিকা দিয়েছে (দায়ূদ থেকে নাথনের কথা বলা হয়েছে, যাঁর বিষয় কেবল ২শমূয়েল ৫:১৪ পদে সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়)। কিন্তু মথির লেখা রাজকীয় বংশধরদের তালিকা ও লূকের লেখা শারীরিক বংশধরদের তালিকা যোষেফে এসে মিলিত হয়েছে। এখন, মথির তালিকা অনুসারে যোষেফের পিতা হলেন যাকোব (১:১৬), কিন্তু লূকের তালিকা অনুসারে যোষেফের পিতা হলেন এলি (৩:২৪)। এই পার্থক্যের কারণ কী? এর জন্য যে কারণকে নির্দেশ করা হয়, তা হল, দ্বিতীয় বিবাহের কারণে কিংবা দত্তক-পুত্র গ্রহণের কারণে, যাকোব যদিও যোষেফের আইন-সম্মত পিতা ছিলেন, কিন্তু এলি যোষেফের শারীরিক পিতা ছিলেন।

গ। কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মের পক্ষে সাক্ষ্য: ৩:২৩ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি (যীশু) যেমন ধরা হত, যোষেফের পুত্র।"* এর আগে, ৩:২২ পদে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, আবার তাঁর পরীক্ষার সময় ৪:৩, ৯ পদে স্পষ্ট করে সেই সাক্ষ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ৩:২৩ পদে যীশুকে 'যোষেফের পুত্র' নয়, কিন্তু *'যোষেফের পুত্র বলে ধরা হত'* বলা হয়েছে। যোষেফ ও মরিয়ম বিবাহিত দম্পতি, এবং তাদের অন্য সন্তানও ছিল। তাই, অন্যদের চোখে যীশু ছিলেন তাদের বড়ো ছেলে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ঠিক ছিল না। কারণ যোষেফের ঔরসে যীশুর জন্ম হয়নি, তাদের সহবাসের পূর্বেই পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপর আসায় পরাৎপরের ক্ষমতায় যীশুর জন্ম হয়েছিল (১:৩৫)। তাই, যোষফ যদিও যীশুর সামাজিক বা আইন-সম্মত পিতা ছিলেন, যীশুর প্রকৃত পিতা ছিলেন না। ঈশ্বরই যীশুর প্রকৃত পিতা। এই সত্য লূক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে, তার গ্রিক লেখনীতে এই বংশাবলি-পত্রে সমস্ত নামের পূর্বে নিয়ম মেনে নিদিষ্ট আর্টিকল ব্যবহার করলেও, যোষেফের নামের পূর্বে কোনও আর্টিকল ব্যবহার করেনি। তাই, বাংলা অনুবাদে 'যেমন ধরা হত' বলা হয়েছে; অনেক ইংরাজি অনুবাদে এই কথাকে আবার বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে *(as was supposed)*। এর দ্বারা কোনও পুরুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত, পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্মের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

ঘ। দায়ূদ, অব্রাহাম ও আদমের উল্লেখ: লূকের লেখা যীশুর এই বংশাবলি-পত্রে এই ৩ জনের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৩১ পদে বলা হয়েছে, *" . . . ইনি দায়ূদের পুত্র।"* ইস্রায়েলের সমস্ত রাজার মধ্যে দায়ূদ সবথেকে মহান রাজা ছিলেন। ঈশ্বরের প্রজাদের দ্বারা সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ২শমূয়েল ৭:১১-১৩ পদে সদাপ্রভু নাথন ভাববাদীর মাধ্যমে দায়ূদকে এমন কথা বলেছেন, *". . . তোমার জন্য সদাপ্রভু এক কুল নির্মাণ করিবেন। . . . আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব, এবং তাঁর রাজ্য সুস্থির করব। . . . আমি তাঁর রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করব।"* ১৬ পদে আরও বলা হয়েছে, *"তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সামনে চিরকাল স্থির থাকবে, তোমার*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে।'' যীশুর জন্মের পূর্বে গাব্রিয়েল দূত যখন মরিয়মকে দেখা দিয়েছিল, সে মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলেছিল, *''. . . আর প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না''* (লূক ১:৩৩)। এর থেকে পরিষ্কার যে, যীশু দায়ূদের বংশধর হিসাবে সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, যাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।

আবার, যীশুকে অব্রাহামের বংশধর বলা হয়েছে। ৩৪ পদে বলা হয়েছে, *'' . . . ইনি অব্রহামের পুত্র।''* অব্রাহাম যখন হারানে অবিশ্বাসী মূর্তিপূজক ছিল (যিহোশূয় ২৪:২), তখন ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, *''তুমি নিজের দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটি পরিত্যাগ করে, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমার থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমার নাম মহৎ করব, তাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হবে। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, তাদেরকে আমি আশীর্বাদ করব, যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, তাকে আমি অভিশাপ দেব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে''* (আদি ১২:১-৩)।

এরপর অব্রাহামের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, *''অব্রাম, ভয় কোরো না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার। অব্রাম কহিল, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমাকে কী দেবে? আমি তো নিঃসন্তান হয়ে প্রয়াণ করছি, . . . দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, . . . তখন দেখ, তাঁর কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হল, . . . যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সে-ই তোমার উত্তরাধিকারী হবে। পরে তিনি তাঁকে বাইরে এনে বললেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করে যদি তারা গুণতে পারো, তবে গুণে বলো; তিনি তাঁকে আরও বললেন, এইরূপ তোমার বংশ হবে। তখন তিনি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করলেন, আর সদাপ্রভু তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করলেন''* (আদি ১৫:১-৬)। এই চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ত্বকচ্ছেদ দেবার সময় সদাপ্রভু অব্রাহামকে আরও বলেন, *''আমি তোমার সঙ্গে ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে যে নিয়ম স্থাপন করব, তা চিরকালের নিয়ম হবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হব''* (আদি ১৭:৬-৭)। ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে এই যে চুক্তি করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৌল বলেছে, *''অব্রাহামের প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হয়েছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলে, একবচনে বলেন, 'আমরা তোমার বংশের প্রতি'; সেই বংশ খ্রীস্ট''* (গালাতীয় ৩:১৬)। তাই, অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর যে চুক্তি করেছিলেন, তা তাঁর বংশধর যীশু খ্রীস্টেতে পূর্ণ হয়েছে। তাই, যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ।

এই বংশাবালি-পত্রে, যীশুকে আদমের বংশধর বলা হয়েছে। ৩৮ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *''ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।''* আদম ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল। তার থেকেই পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও মানুষ এসেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিমিধ হয়ে আদম যে পাপ করেছিল, তার ফলস্বরূপ আমরা সকলেই পাপে পতিত হয়েছি। এখন, প্রথম আদম থেকে যেমন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এসেছে, এবং তারা সকলে পাপী; ঠিক তেমনই তাঁর যে সমস্ত সন্তান যীশুকে বিশ্বাস করে, যাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা সাধন করেছেন, তারা সকলে নতুন জন্মের দ্বারা দ্বিতীয় আদম যীশুর সঙ্গে সম্পর্কীত (১করিন্থীয় ১৫:৪২-৪৯; রোমীয় ৫:১২-২১)। তাই, সেই আদমের বংশধর যীশু কেবল ইহুদিদের নয়, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর সমস্ত সন্তানের প্রতিজ্ঞাত মশীহ।

হ্যাঁ, যীশুই হলেন ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। যিনি ঈশ্বর হয়েও এই পৃথিবীতে আমার আপনার মতো মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর সন্তান আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, আবার মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের পাপের ক্ষমা দিয়ে পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত করতে। আসুন, কেবল যীশুকেই আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাসে জীবন যাপন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com